**নার্স সমাবেশ ২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শনিবার, ০১ শ্রাবণ ১৪১৮, ১৬ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবর্গ,

নার্স ভাইবোনেরা,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

নার্সদের এই সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের এই সমাবেশে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে বঙ্গবন্ধু সংবিধানে জনগণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

জাতির পিতা দেশের প্রতিটি থানায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করেন। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। চিকিৎসকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাঁদের চাকুরি দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর অন্যান্য খাতের মত স্বাস্থ্য খাতও পিছিয়ে পড়ে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকার পরিচালনার সময় আমরা সরকারি হাসপাতালগুলোতে চার হাজার নার্স নিয়োগ দেই। এরআগে বিএনপি আমলে কোন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ব্যাচভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতির কারণে অনেক শিক্ষার্থীর চাকুরির বয়স শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁদেরও নিয়োগের ব্যবস্থা করি।

চিকিৎসা সেবাকে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেই। এজন্য দেশে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করি।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার এসে এসব কম্যুনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয়। ফলে গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠী চিকিৎসা সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

এভাবে তারা বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিক্ষা, নারী উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রতিটি খাতে আমাদের গণমুখী প্রকল্পগুলো বন্ধ করে দেয়। উন্নয়নের পরিবর্তে জনগণের অর্থ লুটপাট করে। দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে আমরা নতুন নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। জনগণ ইতোমধ্যেই এর সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে।

প্রিয় নার্সবৃন্দ,

নার্সিং একটি মহৎ পেশা। আপনারা রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা করে তাঁদের সুস্থ্য করে তোলেন। রোগীর দুঃখ-কষ্টের ভাগিদার হন। প্রবাদ আছে, রোগের অর্ধেক ভাল হয় ঔষধে, আর অর্ধেক সারে সেবা-শুশ্রূষায়।

দায়িত্ব পালনের সময় এ কথাটি আপনাদের মনে রাখতে হবে। রোগীর সঙ্গে আপনাদের ব্যবহার হতে হবে অত্যন্ত আন্তরিক। আপনাদের সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার একজন রোগীর রোগযন্ত্রণা লাঘব করতে পারে। তাই পেশার প্রতি আপনাদের নিবেদিত থাকতে হবে।

আপনারা আর্ত-পীড়িতদের মুখে হাসি ফোটাবেন- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। রোগীর রোগমুক্তিতে সহায়তার পাশাপাশি তাঁদের মানসিক শক্তি যোগাবেন। তবেই নার্স নামের স্বার্থকতা ফুটে উঠবে।

আপনাদের পেশার প্রতি যথাযথ সম্মান জানানোর জন্যই আমরা নার্সদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। পদমর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নার্সিং পেশাকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বিএসসি ইন নার্সিং' কোর্স চালু করেছি।

১২টি জেলায় নতুন ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। নয়টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স চাল করা হয়েছে।

দুইটি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করেছি। এগুলোতে এ বছর পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। খুলনায় একটি নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ চলছে। আরও ১০টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২৬ জন নার্সকে সরকারি খরচে থাইল্যান্ড থেকে এমএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি করানো হয়েছে। তাঁরা এখন বিভিন্ন নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

নার্সিং এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য নার্সদেরকে সরকারি খরচে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমরা এ পর্যন্ত ১৮৭ জন নার্সকে বিদেশে পাঠিয়েছি। এমএসসি ইন নার্সিং পড়ার জন্য আরও ১০ জন নার্সকে থাইল্যান্ডে পাঠানো হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও নার্সিং পেশার প্রচুর চাহিদা আছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু নার্স চাকুরি নিয়ে বিদেশে গেছেন। আমরা বিশ্বমানের নার্স তৈরি করতে পারলে দেশীয় হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে সেবার মান বাড়বে। পাশাপাশি বিদেশেও দক্ষ নার্স পাঠানো সম্ভব হবে।

নার্সিং পেশায় কর্মরতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। তাই মানসম্পন্ন ও পেশাদার নার্স তৈরি করতে পারলে নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। নারীর ক্ষমতায়ন হবে। আমরা তাই নার্সিং শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পদক্ষেপ নিয়েছি।

গত আড়াই বছরে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এক হাজার ৭৪৭ জন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সের ৫৩৭ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা ইতোমধ্যে প্রায় ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করেছি। কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন সাড়ে ১৩ হাজার কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানো হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০৬টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আরও ৯৭টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে।

১৭টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ ৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। যশোর মেডিকেল কলেজসহ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ১৩টি নতুন প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে। আরও চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।

বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছি।

নবনির্মিত ৩টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্ধ টেকনোলজি স্কুলগুলো চালু করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। শীঘ্রই আরও ৫ শতাধিক চিকিৎসক এবং ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর দুই হাজার ৬৬৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫ হাজার নার্সের পদ সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করেছি। এতে দরিদ্র নারী ও নবজাতকের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে।

শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ এওয়ার্ড পেয়েছি। নার্সরাও এ কৃতিত্বের অংশীদার।

মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবার পরিধি বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৩ হাজার ৯০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে ৩ হাজার মিডওয়াইফ বা প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরির কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে।

আমরা স্বাস্থ্যখাতে নতুন সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছি। পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানো হবে।

জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদ করা হয়েছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা দেশব্যাপী ৬ হাজার ৪৩৬টি নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ করেছি। ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমরা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভোগী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ৮৪টি খাতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। এ জন্য চলতি অর্থবছরে সাড়ে বাইশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

দেশে দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। রফতানিতে প্রায় ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় ৮১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশি-বিদেশি শিল্প বিনিয়োগ বাড়ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। প্রবাসে চাকুরির জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছি। এভাবে প্রতিটি খাতেই ব্যাপক কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি।

এ বিশাল কর্মযজ্ঞে নার্স, চিকিৎসক, পেশাজীবী, শ্রমজীবীসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের জন্য কাজ করি। সর্বস্তরের মানুষের মুখে হাসি ফোটাই। ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি নার্স সমাবেশ-২০১১-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.....